যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট

সময়ের দাম বুঝতে হবে আমাদের

শিক্ষাজীবনে 'সময়ের মূল্য' বিষয়ক রচনা পড়েননি এ রকম লোক খুব বেশি একটা পাওয়া যাবে না। অথচ খোদ ছাত্রজীবনেই শিক্ষার্থীদের নষ্ট হচ্ছে সময়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে করতেই কেটে যাচ্ছে জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি সময়। এক সময় ২২-২৩ বছর বয়স হওয়ার আগেই মাস্টার্স পাস করা যেতো। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব হয় না এ দেশে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করতে করতেই ২৬-২৭ বছর বয়স পেরিয়ে যায়। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেশনজট সমস্যা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণার অন্য নাম সেশনজট। চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে লাগে সাত বছর আর এক বছরের মাস্টার্স কোর্স শেষ হয় দুই থেকে আড়াই বছরে। অথচ তীব্র প্রতিযোগিতায় সেরা মেধার পরিচয় দিয়ে মেধাবীরা এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পিছিয়ে পড়ছে সেশনজটের কারণে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কমবেশি সব উপাচার্যের বিরুদ্ধেই অবৈধ নিয়োগ, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ না করা, রেজাল্ট প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনিক স্থবিরতা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টির মূল কারণ। এছাড়া শিক্ষকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, ক্লাস পরীক্ষায় উদাসীনতা, পরীক্ষার খাতা দেখা ও রেজাল্ট প্রকাশে বিলম্বও সেশনজটের অন্যতম কারণ। শিক্ষকরা পরীক্ষার খাতা ফেরত দিতে বছর পার করে দেন- এমন অভিযোগও রয়েছে। বিশাল সিলেবাস ও ফিল্ড ওয়ার্কের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কথাও বলেছেন কেউ কেউ। এছাড়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিবদমান সহিংসতায় অনির্ধারিত ছুটি এবং বিভাগের পরীক্ষা পেছানোর কারণে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের মেধাবীদের প্রথম পছন্দ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটে হারাতে বসেছে ঐতিহ্য। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে রয়েছে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট। বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর অবস্থা বেশি নাজুক। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভাগগুলোতে সেশনজট কিছুটা কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো থেকে ইনস্টিটিউটগুলোতে সেশনজট কম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাবও খুব বেশি। আসলে এ সমস্যা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই সেশনজটের পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি একই কারণ লক্ষ করা যায়। শিক্ষকরা গাফিলতি করেন, সময়মতো খাতা দেখেন না, ক্লাস নেন না, পরীক্ষা নিতে দেরি করেন। আর ছাত্ররাও কম যায় না, তারাও বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষা পেছাতে চায়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ দলাদলি, কোন্দল তো রয়েছেই। সর্বোপরি জাতীয় রাজনীতির কুপ্রভাব রয়েছে, রয়েছে ছাত্ররাজনীতির ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সবকিছু মিলেই সেশনজট সৃষ্টি হয়। আর এর খেসারত দিতে হয় সবাইকে। ছাত্ররা সময়মতো পড়াশোনা শেষ করতে পারে না, অভিভাবকদেরও গাঁটের পয়সা নষ্ট হয়। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়।

সেশনজট আর শিক্ষার মান বাড়াতে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হয়। কিন্তু সেমিস্টার সিস্টেমের সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। বছরে দুটি সেমিস্টার, ছয় মাসের মধ্যে ক্রেডিট আওয়ার শেষ করে মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষা শেষে সময়মতো রেজাল্ট প্রকাশ করার নিয়ম। কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো, ছয় মাসের সেমিস্টার আট মাসে শেষ করছে শিক্ষার্থীরা। আর পরীক্ষা শেষ হওয়ার চার মাস পরও রেজাল্ট পাওয়া যায় না।

বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) সেশনজট নেই বললেই চলে। এছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সেশনজট চোখে পড়ে না। এর বিপরীতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট অনেক বেশি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস আর সেশনজটমুক্ত করতে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দিয়েছিল বর্তমান সরকার। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান সরকারের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আছে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। আর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। এখন বর্তমান সরকারকেই তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। সে জন্য দরকার আন্তরিক উদ্যোগ।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল আছে- তারা সচেষ্ট হলেই সেশনজট কমানো সম্ভব। সর্বোপরি আমাদের সবারই সময়ের দাম বুঝতে হবে এবং সচেতন হতে হবে।